(বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক সংস্কৃত সাম্মানিক স্তরের পাঠ্যসূচী অনুসারে রচিত)

সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব

[স্নাতক পর্যায়—একটি সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা]

ড. তারাপদ পণ্ডা, এম. এ., পি. এইচ-ডি., ব্যাকরণতীর্থ
অবসরপ্রাপ্ত সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, সংস্কৃত বিভাগ,
খাতড়া আদিবাসী মহাবিদ্যালয়, খাতড়া, বাঁকুড়া,

মিনার্ভা লাইব্রেরী
(স্থাপিত ঃ ২০১৯ খ্রীষ্টাব্দ)
পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা
শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩
ফোন ঃ ৯৪৩৩৭৯৮৪২১

সূচীপত্র

অধ্যায়	বিষয় ও পৃষ্ঠা

কথা শুরু পৃঃ ৫

প্রথম অধ্যায় ঃ উপক্রমণিকা পৃঃ ১১; সূচনা—পৃঃ ১১; ভাষার প্রয়োজনীয়তা-পৃঃ ১১; ভাষার গঠনশৈলী পৃঃ ১২; যোগ্যতা পদের অর্থ-পৃঃ ১২; আকাঙ্ক্ষা পদের অর্থ-পৃঃ ১২; আসত্তি পদের অর্থ পৃঃ ১২; পদোচ্চয় পদের অর্থ পৃঃ ১৩; ব্যাকরণ পদের অর্থ—পৃঃ ১৩; সূত্র কাকে বলে —পৃঃ ১৩; বার্তিক কাকে বলে—পৃঃ ১৩; ভাষ্য কাকে বলে—পৃঃ ১৪; ব্যাকরণের ত্রিমুনি নামের সার্থকতা —পৃঃ ১৪; প্রকৃতি প্রত্যয়ের স্বরূপ—পৃঃ ১৫; কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়— পৃঃ, ১৫; বর্ণমালার অবদান —পৃঃ ১৫; বর্ণের প্রকারভেদ—পৃঃ ১৬; মাত্রা বলতে কি বোঝায় ?—পৃঃ ১৬; প্রত্যাহার —পৃঃ ১৭; মাহেশ্বর বা শিবসূত্রগুলি—পৃঃ ১৭; মাহেশ্বর বা শিবসূত্রের নামকরণের ইতিবৃত্ত—পৃঃ ১৭; প্রত্যাহার গঠন রীতি —পৃঃ ১৮; বর্ণগুলির উচ্চারণ স্থানগত ভেদ—পৃঃ ১৮; দন্ত্যবর্ণ —পৃঃ ১৯; কণ্ঠ্যবর্ণ—পৃঃ ১৯; মূর্ধন্যবর্ণ— পৃঃ ১৮; তালব্যবর্ণ পৃঃ ১৯; ওষ্ঠ্যবর্ণ—পৃঃ ১৯; উষ্মবর্ণ—পৃঃ ১৯; কণ্ঠৌষ্ঠ্যবর্ণ—পৃঃ ২০; কণ্ঠ্যতালব্যবর্ণ—পৃঃ ২০; দন্তৌষ্ঠ্যবর্ণ—পৃঃ ২০; উপধ্মানীয়বর্ণ—পৃঃ২০; জিহ্বামূলীয় বর্ণ—পৃঃ ২০; অনুনাসিকবর্ণ—পৃঃ ২০; শিবসূত্রে অনুল্লিখিত বর্ণ ও সংজ্ঞা—পৃঃ ২১; অপর কয়েকটি বর্ণ— ২১; ঘোষবর্ণ—পৃঃ ২১; অঘোষবর্ণ—পৃঃ ২১; মহাপ্রাণবর্ণ—পৃঃ ২১; অল্পপ্রাণবর্ণ—পৃঃ ২২; স্বরবর্ণ—পৃঃ ২২; ব্যঞ্জনবর্ণ—পৃঃ ২২; সবর্ণ—পৃঃ ২২; ত্রিমুনি পদের অর্থ—পৃঃ ২৩; (ক) পাণিনির অবদান—পৃঃ ২৩; (খ) কাত্যায়নের অবদান —পৃঃ ২৫; (গ) পতঞ্জলির অবদান—পৃঃ ২৬; (ঘ) যাস্কের অবদান—পৃঃ ২৮। (১) প্রত্যক্ষকৃত নির্বচন পদ্ধতি—পৃঃ ২৯; (২) পরোক্ষকৃত নির্বচন পদ্ধতি—পৃঃ ২৯; (৩) আধ্যাত্মিক নির্বচন পদ্ধতি—পৃঃ ৩০;

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ভাষা ও তার প্রকারভেদ—পৃঃ ৩৩, সূচনা—পৃঃ ৩৩; ভূমিকা—পৃঃ ৩৩; ভাষার সংজ্ঞা—পৃঃ ৩৩; ভাষার ভিন্নত্ব—পৃঃ ৩৪; অসংখ্য ভাষা—পৃঃ ৩৪; ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার সৃষ্টি—পৃঃ ৩৫; আদি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা—পৃঃ ৩৫; কাল্পনিক ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা—পৃঃ ৩৬; আদি ইন্দো-ইউরোপীয় বা কাল্পনিক ইন্দো-ইউরোপীয়

ভাষার নামকরণের অযথার্থতা—পৃঃ ৩৬; ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার বিভিন্ন নাম—পৃঃ ৩৬; বিভিন্ন নামলোপের কারণ—পৃঃ ৩৬; ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার শাখা বিভাজন—পৃঃ ৩৭; শাখা বিভাজনের কারণ—পৃঃ ৩৭; ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী—পৃঃ ৩৮; ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার বৈশিষ্ট্য—পৃঃ ৩৯; ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত শতম্ শাখার চারটি ভাষার পরিচিতি—পৃঃ ৪১; ১। ইন্দো-ইরানীয় ভাষা—পৃঃ ৪১; ইন্দো-ইরানীয় ভাষার শাখা বিভাজন—পৃঃ ৪১; উপশাখা—পৃঃ ৪২; ধর্মগ্রন্থ—পৃঃ ৪২; ইন্দো-ইরানীয় ভাষার বৈশিষ্ট্য—পৃঃ ৪২; ইন্দো-ইরানীয় ভাষার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য—পৃঃ ৪২; উপসংহার—পৃঃ ৪৩; ইন্দো-ইউরোপীয় এবং ইন্দো-ইরানীয় ভাষাদুটির তুলনামূলক আলোচনা—পৃঃ ৪৩; উপসংহার—পৃঃ ৪৪; বাল্টোস্লাভিক বা শ্লাবিক ভাষা—পৃঃ ৪৫; আল্‌বানীয় ভাষা—পৃঃ ৪৬; আর্মেনীয় ভাষা—পৃঃ ৪৭; ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর কেন্তুম্ শাখার অন্তর্গত ভাষাসমূহের পরিচিতি—পৃঃ ৪৮; ১। গ্রীক্ ভাষা—পৃঃ ৪৮; গ্রীক্ ভাষার ব্যবহার—পৃঃ ৪৮; গ্রীক্ ভাষার উপভাষা—পৃঃ ৪৮; গ্রীক্ ভাষার বৈশিষ্ট্য—পৃঃ ৪৯; সংস্কৃত ও গ্রীক্ ভাষার তুলনা—পৃঃ ৪৯; ইতালিক্ বা ইটালিক ভাষা—পৃঃ ৫১; ইন্দো-ইউরোপীয় ও লাতিন্ ভাষার তুলনা—পৃঃ ৫১; লাতিন্ ভাষার বৈশিষ্ট্য—পৃঃ ৫২; কেল্‌টিক্ ভাষা—পৃঃ ৫৩; কেল্‌টিক ভাষার বৈশিষ্ট্য—পৃঃ ৫৪; জার্মানিক বা টিউটোনিক্ ভাষা—পৃঃ ৫৫; জার্মানিক্ ভাষার বৈশিষ্ট্য—পৃঃ ৫৬; ইন্দো-ইউরোপীয় ও জার্মানিক্ ভাষার তুলনামূলক আলোচনা—পৃঃ ৫৭; হিট্টাইট্ ভাষা—পৃঃ ৫৮; অন্যান্য ভাষার সঙ্গে হিট্টাইট্ ভাষার তুলনা—পৃঃ ৫৯; হিট্টাইট্ ভাষার বৈশিষ্ট্য—পৃঃ ৫৯; তুখারীয় বা তোখারীয় ভাষা—পৃঃ ৬০; তোখারীয় ভাষার বৈশিষ্ট্য—পৃঃ ৬০; ইন্দো-ইউরোপীয় ও তোখারীয় ভাষার তুলনা—পৃঃ ৬১।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ আর্য ও কয়েকটি আর্যেতর ভাষা—পৃঃ ৬২; সূচনা—পৃঃ ৬২; ভূমিকা—পৃঃ ৬২; আর্যভাষার উৎপত্তি—পৃঃ ৬২; বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের ভাষা—পৃঃ ৬৩; আর্যদের অবস্থান—পৃঃ ৬৩; আর্যদের ভাষা—পৃঃ ৬৩; আর্যভাষার সাহিত্যিকরূপ—পৃঃ ৬৩; ভারতীয় আর্যভাষার স্তরভেদ—পৃঃ ৬৪; প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা—পৃঃ ৬৪; ১। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বর্ণবৈচিত্র্য—পৃঃ ৬৫; ২। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার শব্দবৈচিত্র্য—পৃঃ ৬৫; ৩। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার ধাতুবৈচিত্র্য—পৃঃ ৬৫; ৪। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার অপরাপর বৈশিষ্ট্য—পৃঃ ৬৫; মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা—পৃঃ ৬৬; মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার বৈশিষ্ট্য—পৃঃ ৬৬; নব্য বা আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা—পৃঃ ৬৯; নব্য ভারতীয় আর্যভাষার বৈশিষ্ট্য—পৃঃ ৬৯; আর্যেতর ভাষা—পৃঃ ৭১; আর্যেতর ভাষার শ্রেণী বিভাজন—পৃঃ ৭১; আর্যভাষার উপর আর্যেতর ভাষার প্রভাব—পৃঃ ৭৩; আর্যভাষার উপর দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর

অধ্যায়	বিষয় ও পৃষ্ঠা

প্রভাব—পৃঃ ৭৩; আর্যভাষার উপর অষ্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর প্রভাব—পৃঃ ৭৪; বৈদিক ও লৌকিক ভাষার পার্থক্য—পৃঃ ৭৫; সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি ভাষা—পৃঃ ৮১; (ক) প্রাকৃত ভাষা—পৃঃ ৮১; (খ) পালি ভাষা—পৃঃ ৮২; (গ) অপভ্রংশ ভাষা—পৃঃ ৮২; (ঘ) অবহট্‌ঠ ভাষা—পৃঃ ৮৩।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কিত কয়েকটি প্রক্রিয়া ও ধ্বনি—পৃঃ ৮৪; সূচনা—পৃঃ ৮৪; ১। সমীভবন—পৃঃ ৮৪; (১) প্রগত সমীভবন—পৃঃ ৮৫; (২) পরাগত সমীভবন—পৃঃ ৮৫; (৩) অন্যোন্য সমীভবন—পৃঃ ৮৫; ২। বিষমীভবন—পৃঃ ৮৬; (১) প্রগত বিষমীভবন—পৃঃ ৮৭; (২) পরাগত বিষমীভবন—পৃঃ ৮৭; (৩) অন্যোন্য বিষমীভবন—পৃঃ ৮৭০; (৪) সমাক্ষরলোপ—পৃঃ ৮৮; (৫) বর্ণাগম—পৃঃ ৮৮; (৬) স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ—পৃঃ ৯০; (৭) বর্ণবিপর্যয়—পৃঃ ৯১; (৮) মূর্ধন্যীভবন—পৃঃ ৯২; (৯) অপিনিহিতি—পৃঃ ৯৩; (১০) সাদৃশ্য—পৃঃ ৯৪; সাদৃশ্যের স্বরূপ ও ব্যাখ্যা—পৃঃ ৯৪; অপশ্রুতি—পৃঃ ৯৬; (১১) অপশ্রুতির স্বরূপ ও ব্যাখ্যা—পৃঃ ৯৬; (১২) স্বরসঞ্চার—পৃঃ ৯৮; (১৩) শ্বাসাঘাত—পৃঃ ৯৮; ধ্বনিতত্ত্ব—পৃঃ ৯৯; (ক) সঘোষধ্বনি—পৃঃ ৯৯; (খ) অঘোষধ্বনি—পৃঃ ৯৯; (গ) সঘোষ মহাপ্রাণধ্বনি—পৃঃ ৯৯; (ঘ) সঘোষ অল্পপ্রাণধ্বনি—পৃঃ ৯৯; (ঙ) অঘোষ মহাপ্রাণধ্বনি—পৃঃ ৯৯; (চ) অঘোষ অল্পপ্রাণধ্বনি—পৃঃ ১০০; (ছ) স্বরধ্বনি—পৃঃ ১০১; (জ) ব্যঞ্জনধ্বনি—পৃঃ ১০১; (ঝ) স্বরাঘাত—পৃঃ ১০১; (ঞ) ধ্বনি বলতে কি বোঝায়—পৃঃ ১০১; স্বনিম্—পৃঃ ১০১; রূপিম্—পৃঃ ১০১।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ ধ্বনিপরিবর্তনের সূত্র বা ধ্বনিসূত্র—পৃঃ ১০২; সূচনা—পৃঃ ১০২; ভূমিকা—পৃঃ ১০২; ধ্বনিপরিবর্তনের বৈচিত্র্য—পৃঃ ১০২; ধ্বনিপরিবর্তনের ধারা বা প্রবণতা—পৃঃ ১০৩; বিভিন্ন ধ্বনিসূত্র—পৃঃ ১০৪; ধ্বনিসূত্রকারদের পরিচিতি—পৃঃ ১০৪; ১। রাসমুখ ক্রিশ্চিয়ান্ রাস্ক—পৃঃ ১০৪; ২। ইয়াকব্ গ্রীম—পৃঃ ১০৫; ৩। গ্রাসম্যান—পৃঃ ১০৫; ৪। ভের্নার্—পৃঃ ১০৫; ৫। কোলিত্‌স্—পৃঃ ১০৬; ৬। বার্থলোম—পৃঃ ১০৬; কয়েকটি ধ্বনিসূত্রের আলোচনা—পৃঃ ১০৬; গ্রীমের ধ্বনিসূত্র—পৃঃ ১০৬; গ্রীমের ধ্বনিসূত্রের বৈশিষ্ট্য—পৃঃ ১০৭; গ্রীমের ধ্বনিসূত্রের ব্যতিক্রম—পৃঃ ১০৮; গ্রাসম্যানের ধ্বনিসূত্র—পৃঃ ১০৯, গ্রাসম্যানসূত্রের বৈশিষ্ট্য—পৃঃ ১০৯; ভের্নার্-এর ধ্বনিসূত্র—পৃঃ ১১১; ভের্নার্ সূত্রের বৈশিষ্ট্য—পৃঃ ১১১; কোলিত্‌স্-এর ধ্বনিসূত্র—পৃঃ ১১২, কোলিত্‌স্-এর ধ্বনিসূত্রের বৈশিষ্ট্য—পৃঃ ১১৩; বার্থলোমের ধ্বনিসূত্র—পৃঃ ১১৪; বার্থলোম্ সূত্রের বৈশিষ্ট্য—পৃঃ ১১৪।

অধ্যায়	বিষয় ও পৃষ্ঠা

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ বৈদিক ব্যাকরণের বৈচিত্র্য—পৃঃ ১১৬; সূচনা—পৃঃ ১১৬; বৈদিক সন্ধি—পৃঃ ১১৬; বৈদিক সন্ধির ব্যবহার—পৃঃ ১১৬; বৈদিক সন্ধির প্রকারভেদ—পৃঃ ১১৭; বৈদিক স্বরসন্ধির বৈশিষ্ট্য—পৃঃ ১১৭; বৈদিক ব্যঞ্জনসন্ধির বৈশিষ্ট্য—পৃঃ ১১৮; বৈদিক বিসর্গসন্ধির বৈশিষ্ট্য—পৃঃ ১১৯; বৈদিক শব্দরূপের বৈচিত্র্য—পৃঃ ১২০; বৈদিক অ-কারান্ত শব্দের রূপ—পৃঃ ১২১; বৈদিক উপসর্গের ব্যবহার—পৃঃ ১২২; বৈদিক উপসর্গগুলির বৈশিষ্ট্য—পৃঃ ১২২; বিভিন্ন ধাতুবিভক্তির (ল-কারের) প্রয়োগস্থল—পৃঃ ১২৩; ক) লিঙ্ লকার—পৃঃ ১২৩; খ) লিঙ্ লকার—পৃঃ ১২৩; গ) লেট্ লকার—পৃঃ ১২৪; ঙ) প্রত্যয় প্রয়োগে বৈচিত্র্য—পৃঃ ১২৪; ক) বৈদিক ক্ত্বাচ্ ও ল্যপ্ প্রত্যয়ে ব্যবহার রৈচিত্র্য—পৃঃ ১২৮; বৈদিক তুমুন্ প্রত্যয়—পৃঃ ১২৯; (৭) কারক-বিভক্তির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য—পৃঃ ১৩১; (৮) বৈদিক সমাসের বৈচিত্র্য—পৃঃ ১৩২; (৯) অবগ্রহের ব্যবহার—পৃঃ ১৩৩; (১০) ইতি শব্দের ব্যবহার—পৃঃ ১৩৪।

সপ্তম অধ্যায় ঃ বিবিধ প্রশ্নোত্তরের উল্লেখ—পৃঃ ১৩৬; অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর বাংলায় —পৃঃ ১৩৬; সংস্কৃত ভাষয়া কতি অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরাণি—পৃঃ ১৫৩; (গ) সংস্কৃত ভাষায়াং অবলম্বিতঃ কতি প্রক্রিয়াঃ অধঃ সংক্ষেপেণ উপস্থাপ্যন্তে—১৬৩; (ঘ) সংস্কৃত ভাষয়া সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরাণি —১৬৯।

অষ্টম অধ্যায় ঃ পরিশিষ্ট—পৃঃ ১৮০; সূচনা—পৃঃ ১৮০; পরিশিষ্ট—ক ঃ ভাষাতত্ত্বে কয়েকজন ভাষা বিজ্ঞানীর অবদান—পৃঃ ১৮০; নোয়াম্ চমস্কি—পৃঃ ১৮০, ব্লুম্‌ফিল্ড—পৃঃ ১৮১; ব্রুগ্‌ম্যান্—পৃঃ ১৮২; হুইট্‌নি—পৃঃ ১৮৩; সোসুর—পৃঃ ১৮৩; পরিশিষ্ট—খ ঃ তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব—পৃঃ ১৮৫; তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের উদ্ভব—পৃঃ ১৮৫; তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য—পৃঃ ১৮৬; সংস্কৃত ভাষার প্রেক্ষিতে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের আলোচনা—পৃঃ ১৮৬; পরিশিষ্ট—গ ঃ (১) সংস্কৃত ও প্রাকৃত—পৃঃ ১৮৭; (ক) ধ্বনি তত্ত্ব গত বৈশিষ্ট্য—পৃঃ ১৮৮; (খ) রূপতত্ত্বগত বৈশিষ্ট্য—পৃঃ ১৮৯; (গ) পদের ব্যবহারগত বৈশিষ্ট্য—পৃঃ ১৮৯; পরিশিষ্ট— গ ঃ (২) সংস্কৃতভাষয়া সংস্কৃত প্রাকৃতয়োঃ সম্পর্ক নিরূপণম্—পৃঃ ১৯০; পরিশিষ্ট—ঘ ঃ (১) পালিভাষার অবদান—পৃঃ ১৯৬; (২)পালিভাষয়াঃ অবদানম্ সংস্কৃতভাষায় —পৃঃ ১৯৭; পরিশিষ্ট—(ঙ) (১) সংস্কৃত ও আবেস্তা—পৃঃ ১৯৯; (২) সংস্কৃতম্ আবেস্তা চেতি ভাষাদ্বয়স্য সাদৃশ্যং বৈসাদৃশ্যং চ —পৃঃ ২০০; পরিশিষ্ট—(চ) ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী—পৃঃ ২০৩; পরিশিষ্ট—(ছ) পুস্তকে উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত গ্রন্থতালিকা—পৃঃ ২০৪; গ্রন্থে ব্যবহৃত সংক্ষিপ্ত শব্দ তালিকা—পৃঃ ২০৫; আলোচনায় উল্লিখিত কয়েকজন বিদগ্ধ ব্যক্তিত্বের তালিকা—পৃঃ ২০৬; গ্রন্থে উল্লেখিত কয়েকটি বিখ্যাত কীর্তিঃ/ দেশ অঞ্চল—পৃঃ ২০৭।